দৈনিক জনকণ্ঠ

16 SEP 1995

তারিখ 16 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

60

একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে অসন্তোষ

কুমিল্লা, ১৫ সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে বোর্ডের আড়াই শতাধিক কর্মচারী যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এবিএম মিজানুর রহমান গত ৭ আগস্ট একটি পত্রে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সেকশন অফিসার ও কর্মচারী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহ কামালের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করার জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন।

কাজী শাহ কামালের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ হচ্ছে, তিনি বোর্ডের সনদপত্র লিখে ও তুলনা করে ১৯ জানুয়ারি '৯৪ হতে ৬ মার্চ '৯৫-র মধ্যে ৪টি ভাউচারের মাধ্যমে ৪৮ হাজার ৬৯৪ টাকা গ্রহণ করেছেন। তিনি এ কাজ অফিস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করেছেন। মন্ত্রণালয়ের সহকারী শিক্ষা সচিব পত্রে উল্লেখ করেছেন, বোর্ডের নিজস্ব কাজ অফিস সময়ের মধ্যে করে কম সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ একদিকে যেমন সরকারী আর্থিক বিধির পরিপন্থী অপরদিকে বোর্ডের প্রশাসনে অবৈধ প্রভাব ঘাটানোর শামিল।

কাজী শাহ কামালের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগটি হচ্ছে, বোর্ড প্রশাসন ১৯৮৯ সালে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়। উল্লেখিত পদে কাউকে নিয়োগ প্রদান না করে তিনি বোর্ড প্রশাসনে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে এক ব্যক্তিকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৭/৮/৯৫ তারিখের স্মারক নং শাঃ ১০/বিবিধ ১৪-১৭/৯৪/১৩০৪ শিক্ষাপত্রের প্রেক্ষিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আবদুল মজিদ সংশ্লিষ্ট সকলের লিখিত বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা ও তদন্ত করে কাজী শাহ কামালের বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগ দু'টি সঠিক নয় বলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বোর্ডের সেকশন অফিসার ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহ কামালের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছেন।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, সেকশন অফিসার কাজী শাহ কামাল বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এবং বোর্ডে দীর্ঘকালীন সময়ে চাকরি করাকালীন তার সার্ভিস রেকর্ডে অনিয়মের কোন প্রমাণ নেই। তিনি বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে ১৯৯০ সাল থেকে দু'বার বিপুল ভোটে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

জানা যায়, নির্বাচনে পরাজিত পক্ষের কতিপয় কর্মচারী ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে চাকরিচ্যুত ও বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এ সকল ব্যক্তি কাজী শাহ কামালের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনে সচেষ্ট রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।